দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 JAN 1988

পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

019

শহরের একটি স্কুলে ৩০০ আসনের জন্য ১৮০০ ভর্তির দরখাস্ত

॥ খায়রুল আনোয়ার ॥

রাজধানীর স্কুলগুলোতে ছাত্র ভর্তি সমস্যা এবার আরও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে অভিভাবকরা এখন সন্তানের স্কুলে ভর্তির বিষয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে আছেন। একদিকে যেমন অভিভাবকরা একটি সীটের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন স্কুলের দ্বারে দ্বারে। অপরদিকে স্কুলগুলোতে 'ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই' অবস্থা।

মহানগরীর একটি স্কুলের নির্ধারিত সীটের জন্যে আবেদনপত্রের সংখ্যা থেকেই এবারের ভর্তি সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। ভিকারুননেসা গার্লস হাইস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে মাত্র তিন শ আসনের জন্যে এক হাজার আটশ দরখাস্ত জমা পড়েছে। এর মাঝে মর্নিং শিফটে ১৬০টি সীটের জন্যে এক হাজার দুই শ প্রতিযোগীকে ভর্তি পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ভর্তির দরখাস্ত

(১ম পৃঃ পর)

হতে হবে। মাত্র ১৬০ জন সৌভাগ্যবান ছাড়া বাকিদের জন্যে এ স্কুলের দুয়ার বন্ধ থাকবে। এ স্কুলে ডে-শিফটে ১৪০টি সীটের জন্যে আবেদনপত্র জমা হয়েছে ছয় শ। গত বছর মর্নিং শিফটে ১৬০টি সীটের জন্যে প্রার্থী ছিল আট শ। এ বছর সীট না বাড়লেও এই শিফটে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা দেড়গুণ বেড়েছে। ভিকারুননেসা স্কুলে ৭ ও ১০ই জানুয়ারী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে এ বছর শুধু তৃতীয় ও নবম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা হবে। তৃতীয় শ্রেণীতে ৪০টি আসনে দরখাস্ত পড়েছে চার শ ৬৮টি। নবম শ্রেণীতে ৪০টি সীটের বিপরীতে দুই শ চারজন ভর্তি পরীক্ষা দেবে। উদয়ন বিদ্যালয়ে এ বছর শুধু মাত্র নার্সারীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। মাত্র ১৫০টি আসনের জন্য প্রায় পাঁচ শ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। ভর্তি পরীক্ষা হবে ৭ ও ৮ই জানুয়ারী।

সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলে এখনও ছাত্রভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি। আগামীকাল শনিবার এ সংক্রান্ত ঘোষণা দেয়ার কথা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে এ বছর স্কুলে প্রথম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্র নেয়া হবে। গত বছর এ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ৮০টি সীটের জন্যে সাত শ পঞ্চাশ, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪০টি আসনে প্রায় পাঁচ শ এবং নবম শ্রেণীর মাত্র ১৫টি সীটের জন্যে দুই শ ৪৩ জন ছাত্র ভর্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ বছর ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা গতবারের তুলনায় অনেক বেশি হবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ ধারণা করছেন।

রাজধানীর স্কুলগুলোতে ভর্তি সমস্যা যে প্রতি বছরই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে উপরের উদাহরণ থেকে তার একটা চিত্র পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য জানা গেছে। ভিকারুননেসা গার্লস হাইস্কুলের অধ্যক্ষা মিসেস হামিদা আলী জানিয়েছেন, তিন বছর আগে এ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে মাত্র একটি শিফটই ছিল। ভর্তির জন্যে ছাত্রী সংখ্যার ক্রমাগত চাপে ১৯৮৫ সালে দুইটি শিফট চালু করা হয়। কিন্তু এতে ভর্তি সমস্যার সুরাহা হওয়া তো দূরে থাক, বরং তা আরো বেড়ে গেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য যে ভিকারুননেসা হাইস্কুলে শুধু মাত্র প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

ভর্তি সমস্যা প্রসঙ্গে সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুল হক ভুঁইয়া জানান, ৮৪ সালে তাঁর স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে মোট ১৫টি সেকশনে ছয় শ ছাত্র ছিল। বর্তমানে ২৫টি সেকশনে প্রায় বার শ ছাত্র আছে। অর্থাৎ মাত্র তিন বছরে ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এর পরেও প্রতি বছর ভর্তি মওসুমে স্কুলে ভর্তিচ্ছুদের ভিড় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

স্কুলে ভর্তিযোগ্য সন্তানের অভিভাবকদের কয়েকজন বলেছেন তাঁদের সামনে এখন একটিই প্রশ্ন —শিশুকে স্কুলে ভর্তি করানো যাবে তো? অধিকাংশ অভিভাবকের আকাংখা সন্তানকে বাড়ির কাছের সব থেকে ভাল স্কুলটিতে ভর্তি করানো। কিন্তু সন্তানের শিক্ষাজীবনের সূচনাতেই অভিভাবকদের মুখে এখন দুশ্চিন্তার ছাপ। একজন অভিভাবক মন্তব্য করেছেন, ভর্তি পরীক্ষা নামক এক নির্মম প্রতিযোগিতায় প্রতি বছরই হাজার হাজার অভিভাবক এবং তাঁদের সন্তানেরা হেরে যাচ্ছে।

52,389.00